সংস্কার এবং সমন্বয় দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা লক্ষ্য ইসির

সংগৃহীত ছবি

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ জানিয়েছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে পড়া নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কার্যকর অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। তিনি বলেন, বড় ধরনের পুনর্গঠনের সুযোগ না থাকলেও প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটিকে চালু করার চেষ্টা চলছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনজিও ব্যুরো কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ৮১টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' (এএফইডি) এই আয়োজন করে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে কমিশনের লক্ষ্য হলো অন্তত এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সচল ও গ্রহণযোগ্য হয়। সীমিত পরিসরে সংস্কার, কাঠামোগত সংশোধন এবং ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে আস্থা ফিরলে সেটিই কমিশনের জন্য বড় সাফল্য হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের পর্যবেক্ষণ যেন নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত হয়, সে বিষয়ে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। নীতিমালার মধ্যে থেকে পর্যবেক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করতে কমিশন প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বলে অনুষ্ঠানে আশ্বাস দেন ইসি সানাউল্লাহ।

অনুষ্ঠানে ডেমোক্রেসি ওয়াচের চেয়ারপার্সন তালেয়া রহমান, খান ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার রোকসানা খন্দকারসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিদেশি মিশনের সদস্যরা উপস্থিত।